STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 03

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE HONOURS

CLASS - B.A. HONOURS 2ND SEMESTER [CBCS]

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – GLOBAL JUSTICE

PAPER - CC—3/CT3. - POLITICAL THEORY CONCEPTS AND DEBATES

UNIT-3. - INDISPENSABILITY JUSTICE

C) GLOBAL JUSTICE

Source

১) বিয়েটস, সি, ১৯৯ 1999, 'আন্তর্জাতিক উদারপন্থা ও বিতরণ বিচার: সাম্প্রতিক চিন্তার একটি সমীক্ষা', বিশ্ব রাজনীতি, খণ্ড। 51: 2, পৃষ্ঠা 269-296।

২) ব্রাউন, সি, ১৯৯ ',' পর্যালোচনা নিবন্ধ: আন্তর্জাতিক বিচারের তত্ত্বসমূহ ', ব্রিটিশ জার্নাল অফ পলিটিকাল সায়েন্স খণ্ড ২7 নং, পিপি ২7373-২৯7।

৩) বুল, এইচ, 1983, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়বিচার: 1983-84 হেগে লেকচারস, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু, অন্টারিও।

৪) ক্যানি, এস, ২০০২, 'পর্যালোচনা নিবন্ধ: আন্তর্জাতিক বিতরণ ন্যায়বিচার', রাজনৈতিক অধ্যয়ন 49: 974-97 7

৫) অনুষ্ঠিত, ডি, 1995, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য নিউ ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার, পলিট্রি প্রেস, কেমব্রিজ।

৬) হফম্যান, এস, 1981, ডিউটিস বাইন্ড বর্ডারস, সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক।

৭) ক্লেইনগেল্ড, পলিন এবং ব্রাউন, ই, "কসমোপলিটনিজম", দ্য স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফি (ফলশ্রুতি ২০১৪ সংস্করণ), এডওয়ার্ড এন জাল্টা (সম্পাদনা), http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopoconism/ ।

৮) ম্যাকগ্রু, এ, ২০০৪, "মহাজাগতিক ও গ্লোবাল জাস্টিস", আন্তর্জাতিক স্টাডিজের রিতসুমিকান বার্ষিক পর্যালোচনা, খণ্ড। 3, পৃষ্ঠা 1-17।

Global justice

গ্লোবাল জাস্টিস হ'ল এমন একটি আদর্শ যা বিশ্বের দরিদ্রদের কাছে বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের নৈতিক বাধ্যবাধকতার দিকে মনোনিবেশ করে। মূল কথা হ'ল বৈশ্বিক দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য সম্পদের পুনরায় বিতরণ। 'গ্লোবাল ন্যায়বিচার' শব্দটি 'বিতরণ ন্যায়বিচার' এর সাথে আন্তঃবিন্যস্তভাবে ব্যবহৃত হবে।

বিশেষত ন্যায়বিচার বলতে যা বোঝায়, তা কি সমতার সমান? এই প্রবন্ধটি অ্যাডাম স্মিথের মূল অবস্থান এবং জন রালসের অজ্ঞতার পর্দার উপর পূর্বাভাস দেওয়া ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা ব্যবহার করবে। এই ব্যবস্থাগুলি অন্তর্নিহিত পক্ষপাত ছাড়াই একটি ন্যায়বান সমাজকে তাত্ত্বিক করে তোলা কীভাবে তার চারদিকে মনোনিবেশ করে।

বিশ্ব ন্যায়বিচারের জন্য তিনটি প্রাথমিক পন্থা রয়েছে: বিশ্বজনীনতা, সাম্যবাদবাদ এবং **নিউরিয়েলিজম।** এই মতামতের প্রত্যেকটিই এই তত্ত্বের একটি পৃথক উপাদানকে জোর দেয় এবং বৈষম্য ইস্যুতে বিভিন্ন সমাধান দেয়। মহাজাগতিকবাদ ব্যক্তিদেরকে বিশ্বব্যাপী সমাজের সদস্য হিসাবে দেখায়, সাম্যবাদবাদ এবং নিউরোরিয়ালিটি ন্যায়বিচারের প্রতি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

বিশ্বব্যাপী নাগরিক হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিদের দায়িত্বের দিকে মনোনিবেশ করে বিশ্বব্যাপী বিশ্বজুড়ে বিশ্বজনীনতার প্রতি বাধ্যতা দুটি মানদণ্ডে ভিত্তি করে তৈরি - একটি সর্বজনীন সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং স্থানীয় বা জাতীয় সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্নতা। মহাজাগতিকতার মধ্যে একাধিক পার্থক্য রয়েছে। স্টিভেন স্লটারের দ্বারা সহজভাবে পার্থক্য করার জন্য দেওয়া নামটি গ্রহণ করা হয়। নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক: বিশ্বব্যাপী তিনটি উপ-তত্ত্বকে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রতিটি পৃথক স্তরের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের বাধ্যতামূলক করে।

নৈতিক মহাবিশ্ববাদ খুব অল্প পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেয়। বরং এটি পরামর্শ দেয় যে মানুষের উদ্বেগের নীতিগুলি মেট্রিক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যার দ্বারা বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পরিমাপ করা যেতে পারে 1999 এর অধীনে, প্রতিটি রাজনৈতিক সম্পর্ক মানবাধিকারের উপর ইতিবাচক প্রভাব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি পরিণতিবাদী কাঠামো। উদাহরণস্বরূপ, ইউনাইটেড নেশনস (ইউএন) এর বর্তমান মডেল একটি এয়ারস্যাটজ নৈতিক মহাজাগতিক সংস্থা গঠন করে। এই ক্ষমতাতে, এটি

মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের উপর তাদের প্রভাবের জন্য রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিত করে এবং নিন্দা করে। যাইহোক, জাতিসংঘ নিজে নৈতিক বিশ্বব্যাপী হিসাবে একই তাত্ত্বিক ত্রুটি সাপেক্ষে। একটি রাজনৈতিক সংস্থা একটি গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দেশগুলির এই সমালোচনা ব্যবহার করার মতো অবস্থানে থাকার জন্য, অবশ্যই তার নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি জাতির সম্মতি থাকতে হবে। সদস্য দেশগুলির 'সার্বভৌমত্ব' এবং 'আঞ্চলিক অখণ্ডতা' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জাতিসংঘ এই সম্মতি অর্জন করেছে (জাতিসংঘের সনদ ধারা 2 (4) 1945)। তবে এর অর্থ হ'ল জাতিসংঘ 'শক্ত শক্তির' কাছাকাছি অকার্যকর, এবং সদস্য দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। বরং, জাতিসংঘের সংস্কারের প্রেরণা হওয়ার দক্ষতা মূলত 'নরম শক্তি' দ্বারা নাই পার্থক্যটি বর্ণনা করে বলেছেন, "শক্ত শক্তি অর্থ প্রদান এবং জবরদস্তির মাধ্যমে কাজ করে (গাজর এবং লাঠি); নরম শক্তি আকর্ষণ এবং সহ-বিকল্পের মাধ্যমে কাজ করে "(নিউ 2012)। তবুও, কঠোর শক্তি বাস্তববাদী সরকারগুলির কাছ থেকে উপহাসের বিষয়। জোসেফ স্ট্যালিন একবার কৌতুকপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পোপের কত সৈন্য রয়েছে?" নাই এই দুর্বলতা স্বীকার করে বলেছেন, জাতিসংঘের 'যখন বড় শক্তিগুলি কোনও ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করে তখন খুব সামান্য শক্তি থাকে' (নাই 2012)। সুতরাং, নৈতিক বিশ্বজনীনতাকে একটি সঠিক পদ্ধতি হিসাবে যার মাধ্যমে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য, জাতিসংঘকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য বিদ্যমান বৈশ্বিক কাঠামোর জন্য উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বব্যাপী এমন সংস্থা তৈরি করার চেষ্টা করে যা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির তুলনায় চ্যাম্পিয়নদেরকে মানবাধিকারের প্রাধান্য দেয় (স্লটার ২০০৮)। এই তত্ত্বটি টমাস পোগ তার আধ্যাত্মিক বই বিশ্ব দারিদ্র্য ও মানবাধিকার বইয়ে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি তদারকি করার জন্য রাষ্ট্র-স্বতন্ত্র সংস্থাগুলির বিকাশ। প্রাতিষ্ঠানিক মহাজাগরবাদ, এর নিজস্ব নকশা দ্বারা, একটি রাষ্ট্রের স্ব-সংকল্পের অধিকার লঙ্ঘনকে উস্কে দেয়। এটি স্পষ্টত পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়ানোর সাথে সাথে রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনের আপস করার জন্য বাস্তববাদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমালোচনা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সুতরাং, যেখানে নৈতিক মহাজোটবাদ তাত্ত্বিকভাবে ব্যর্থ হয় তবে পরিবর্তনের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যত সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক মহাবিশ্ববাদ কার্যত ব্যর্থ হয়, তবে তাত্ত্বিকভাবে সফল হয়। বৈশ্বিক

ন্যায়বিচারের বিশ্বজনীন তত্ত্বের ভিত্তিগত গতিবেগ মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখতে নিশ্চিত করার জন্য একধরণের দেহ তৈরি করছে, তবুও সেই একই টোকেনের দ্বারা রাষ্ট্রের সম্মতি অর্জনের জন্য শরীরটি যথেষ্ট শক্তিহীন হতে হবে।

চূড়ান্ত কসমোপলিটন পদ্ধতি, সর্বাধিক নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারকে বাধ্যতামূলক, হ'ল রাজনৈতিক মহাবিশ্ববাদ। এই তত্ত্বটি সর্বজনীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে যুক্তি দেখায় যা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার বহাল রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে (স্লটার ২০০৮)। এটি ড্যানিয়েল আর্কিবুগি, রিচার্ড ফালক, অ্যান্টনি ম্যাকগ্রু এবং ডেভিড হেল্ডের পছন্দ অনুসারে গৃহীত তত্ত্বটি। হেল্ডের সামনে দেওয়া মডেলটি ত্রিপক্ষীয়, এটি পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে উপস্থিত সরকারী ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি, তবে আন্তর্জাতিক স্তরে। প্রথমত, আঞ্চলিক 'কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা যা নির্দিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মতো এর কিছু উদাহরণ বিদ্যমান থাকলেও হেল্ড "এই জাতীয় সংস্থার ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য" যুক্তি দেখিয়েছিলেন (অনুষ্ঠিত 1995: 108)। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পরিষদ এবং সুরক্ষা কাউন্সিলের পরিবর্তন 'তৃতীয় বিশ্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভয়েস দেওয়ার জন্য' (পৃষ্ঠা 111)। তৃতীয়ত, সদস্য দেশগুলির ক্রিয়াকলাপের উপর আরও তদন্তের জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউএন চেম্বার তৈরি করা (পৃষ্ঠা ১১১)।

যদিও বিস্তৃত, এই তত্ত্বটি ব্যবহারিকতার এবং তাত্ত্বিক সংহতি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত যুক্তি হ'ল বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী নজরদারি প্রতিষ্ঠা করা। এই পদ্ধতি দ্বারা, দুর্নীতিগ্রস্থ এবং মারাত্মক রাষ্ট্রগুলি আর এর লোকদের উপর নির্যাতন চালানোর মতো অবস্থানে থাকবে না। তবে এই নতুন সরকার দুর্নীতি বা পুণ্যের অবজ্ঞার ঝুঁকির কারণ হবে বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। তদ্ব্যতীত, এই পদ্ধতির একটি নব্য সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা এবং ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক আধিপত্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য বৈশ্বিক ধারণাটি অবমূল্যায়ন করে। তাত্ত্বিকভাবে, কোনও ব্যক্তি কীভাবে একক গণতান্ত্রিক সংস্থার সাথে বিশ্বের জনসংখ্যার সম্পূর্ণতা একীভূত করতে পারে তার কোনও বিস্তৃত বিবরণ নেই। যদি কোনও একক রাষ্ট্র (বা রাজ্যগুলির পুনর্নির্মাণের আগত সংস্কৃতি বা জাতিগত গোষ্ঠী) এড়িয়ে চলতে থাকে তবে এই সংস্থাটি তার মূল লক্ষ্যগুলিতে ব্যর্থ হত। এই

সংস্থাটি তখন লক্ষ্য এবং বাস্তবের (সত্য গ্লোবাল ন্যায়বিচার নয়), বা চাপ - শক্ত শক্তির মাধ্যমে - বাকী গোষ্ঠীগুলিকে নতুন সরকারী সিস্টেমের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পৃথকীকরণের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে।

সাম্রাজ্যবাদবাদ বিশ্বজনীনতার ভিন্ন কৌশল গ্রহণের জন্য বেছে নেয় এবং পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির ভূমিকার উপর জোর দেয়। এই তত্ত্বের শক্তি হ'ল ন্যায়বিচারের কারণে সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রগুলি থেকে বিরোধীদের মুক্ত করার ক্ষমতা। এটি সুপারিশ করে যে প্রতিটি রাষ্ট্রের মাইক্রোকোসমের মধ্যে গ্লোবাল ন্যায়বিচার হওয়া উচিত "করণীয়" (হফম্যান 1991) যা আমরা অনুসরণ করি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে এটি জাতিসংঘের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রয়োজনীয়তা (জাতিসংঘের সনদ বিভাগ 2 (4), 1945) কে সন্তুষ্ট করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সাম্যবাদবাদ শিরোনাম ইস্যুটির পূর্ববর্তী উপাদান - বিশ্বতাবাদে ব্যর্থ। এই পদ্ধতিটির কোনও অঙ্গ নেই যার মাধ্যমে মারাত্মক অসমতা সহ দেশগুলিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়। দেশকে বৈষম্য ও অন্যায়ের সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার পক্ষে এই সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করা উচিত এই পদ্ধতিকে সমর্থন করার nds সুতরাং এই তত্ত্বের ব্যবহারিক বাস্তবায়নে ন্যূনতম পরিবর্তন দেখা যাবে। নরওয়ে (এইচডিআর 2014) এর মতো উচ্চমানের অসমতা-সমন্বিত মানব উন্নয়ন সূচকের (আইএইচডিআই) দেশগুলিতে আরও সাম্যতার জন্য সামান্য উত্সাহ বা প্রয়োজন নেই। ডেমোক্র্যাটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কঙ্গো (এইচডিআর ২০১৪) এর মতো লো আইএইচডিআই দেশগুলিতে বিশাল নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য সমাধানের জন্য আর্থিক সংস্থার অভাব রয়েছে। দরিদ্র দেশগুলিতে টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়তা করার জন্য সু-পদযুক্ত ধনী দেশগুলির প্রেরণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। পিটার সাচ (2001) যুক্তি দিয়েছেন যে সাম্যবাদবাদের প্রকৃতি অগত্যা নৈতিক আপেক্ষিকতা প্ররোচিত করে। এটি করার ফলে এটি কেবল স্থিতাবস্থা সমর্থন করবে। তদ্ব্যতীত, এই জাতীয় সমাধানটি ডিসেন্টফ্রান্সাইজড (প্রায়শই উত্তর-.পনিবেশিক) রাষ্ট্রসমূহ এবং পশ্চিমা আউটসোর্সিং দ্বারা অর্জিত অবিশ্বাস্য সুবিধার মধ্যে কোনও কার্যকারিতা সংযোগকে উপেক্ষা করে। পোগের কথায়:

আমাদের অর্থনৈতিক নীতিগুলি এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ক্ষুধার ক্ষয়ক্ষতির - এমনকি ক্রমবর্ধমান - এর ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং নৈতিকভাবে দায়ী করে তোলে এই ধারণাটি উন্নত বিশ্বে খুব কমই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়।

এটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলিতে পশ্চিমী আমদানি করা ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাবের জন্য জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে।

নিউরালিজমের বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে একটি উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং সর্বোপরি সুরক্ষার উপর ভিত্তি করে জোর দেওয়া, এটি বিশালত্বের জন্য সামান্য প্রেরণা ছেড়ে যায়। বৈশ্বিক বিচারের কিছু নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সাহায্য এবং সুরক্ষার মধ্যে একটি কার্যকরী সংযোগ উপস্থাপন করে, এটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নৈতিকভাবে অসন্তুষ্ট ব্যাখ্যা গঠন করে। একজন অন্তর্নিহিতভাবে অনুভব করেন যে স্বার্থপর লাভের ধারণা বা সহায়তাকারী দলের শেষোক্ত পারস্পরিক আচরণের ভিত্তিতে দান করা উচিত নয় ph তবে এই প্রশ্নটি অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদ অনুসন্ধান করেছেন (দেখুন পিটার সিঙ্গার)। রবার্ট গিল্পিনের মতো কিছু বাস্তববাদী লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে আইআর (ম্যাকগ্রু 2004) পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক বৈষম্য অনিবার্য। তদুপরি, বৈশ্বিক সংস্থাগুলির পঙ্গুত্বের অর্থ ধনী রাজ্যগুলি বিতরণ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পরোপকারী নীতিগুলি অনুসরণ করবে তা নিশ্চিত করতে অক্ষমতা (ক্র্যাসনার 1988)। সুতরাং নিউরোলিস্ট তাত্ত্বিকরা কমিউনিস্টিজমের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ভ্রান্ত হতে পারেন এবং সরকারকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে দারিদ্র্যকে প্রশমিত করার অপেক্ষায় রয়েছেন। যাইহোক, বাস্তববাদীরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ছাড়াই সম্পদের পুনঃভাগের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির আরও সমালোচনা গ্রহণ করেছেন।

।

বৈশ্বিক ন্যায়বিচার নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইআর তত্ত্বটিতে একটি দার্শনিক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কিছু লেখক আমাদের জীবনকালীন সময়ে বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জনের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা পরিস্কার করে (দেখুন শ্যাচ এবং পোগ)। অন্যরা এটিকে আদৌ অর্জন করার ধারণাটিকে কলুষিত করে। যাইহোক, এই আলোচনার একটি গৌণ উদ্দেশ্য রয়েছে, এটি তার অর্জনের থেকে পৃথক: কাজ করার জন্য একটি তাত্ত্বিক ইউটোপিয়া ছাড়া আইআর এর পক্ষে কাজ করার কোনও মডেল নেই - সম্ভাব্য বা নাও। আরও সহজভাবে: কোনও সংস্কারটি কীভাবে হওয়া উচিত তা ধারণা ছাড়া একটি সংস্কার হতে পারে? এটি সেখানে পাবে কিনা তা নির্বিশেষে, প্যালাম্পেস্ট রাখলে আমাদের সমতার দিকে এগিয়ে যেতে দেয়।

কেন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, নিম্নলিখিত প্রশ্নের প্রয়োজন: বর্তমানে কী করা হচ্ছে? জাতিসংঘ সম্প্রতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি (এসডিজি) প্রকাশ করেছে - পরবর্তী 15 বছর ধরে পৌঁছানোর 17 টি লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধার অবসান, এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে (জাতিসংঘের 2015) লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই লক্ষ্যগুলি ২০১০ সালে শেষ হওয়া ২০০০ সালে নির্মিত মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) তৈরি করে its এমডিজিগুলি তার বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাড়াটিয়া অর্জন করতে ব্যর্থ হলেও এমডিজি বিশ্ব দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ করেছে। 1990 সালের চরম দারিদ্র্যের অর্ধেক অর্ধেকের লক্ষ্যে, 2015 সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার 37% এক দিন $ 1.90 ডলারে বাস করে, এই লক্ষ্যটি ২০১০ সালে পূরণ হয়েছিল (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 2015)। সাম্প্রতিক প্রাক্কলনগুলি চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার 12.7% রাখে (বিশ্বব্যাপী 2012) অগ্রগতি হওয়ার সময়, আমরা সাম্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এটি সন্দেহজনক দাবি।

"বৈশ্বিক ন্যায়বিচার" একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক লক্ষ্য? "এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া: এই বক্তব্যকে সমর্থন করার মতো খুব কম প্রমাণ নেই। তাত্ত্বিকরা ন্যায়বিচারের একটি কার্যকরী ধারণা ধারণা করতে সক্ষম না হওয়ায় একটি বাস্তব বাস্তবায়ন - সর্বোপরি - দ্বিখণ্ডিত। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার নিয়ে বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যটি সর্বজনীন সাম্যের অর্জন। বরং, এইরকম ভাল মডেল

রাখার জন্য চেষ্টা করা কিছুটা উন্নত বিশ্বের জন্য তৈরি করতে পারে। এমনকি সর্বজনীন সাম্যতা ছাড়াই আমরা কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 2004) দারিদ্র্যের 91% হারকে হ্রাস করতে পারি; আমরা পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত ৫০০ মিলিয়ন লোককে হ্রাস করতে পারি (বিশ্বব্যাংক ২০১১); আমরা লাইবেরিয়ায় মাত্র 37.9% বাচ্চাকে মাধ্যমিক শিক্ষা (বিশ্বব্যাংক 2014) প্রাপ্ত করতে পারি; এবং আমরা সিয়েরা লিওনে শিশুদের মৃত্যুর হারে প্রতি ১০০.৪.২ হ্রাস করতে পারি (বিশ্বব্যাপী ২০১৪) এই অবিচারগুলি মোকাবেলা করা যেতে পারে, তবে কেবল যদি আমাদের কাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিচারের একটি বিশ্বব্যাপী মডেল থাকে। বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার কার্যকর নাও হতে পারে, তবে এর নৈতিক অপরিহার্য ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণহীন।